দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

৮ | সম্পাদকীয়

বেসরকারি মেডিকেলে শিক্ষার্থী সংকট

দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে এক ধরনের কৃত্রিম সংকট দেখা দিয়াছে। এইসব কলেজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মনে করিতেছেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিক্ষার্থী পাওয়া যাইতেছে না। ৫০টির বেশি কলেজে ৩০ হইতে ৪০ শতাংশ আসন এখনও শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা স্কোর কমানোর দাবি তুলিয়াছেন। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুইটি সভাও করিয়াছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। তবে এসব কলেজে ভর্তি হইবার মতো শিক্ষার্থী পাওয়া যাইতেছে না ইহা সত্য নহে। প্রকৃত ঘটনা হইল, বর্তমান শিক্ষাবর্ষে যাহারা সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় ১৬৬-এর উপর স্কোর লাভ করিয়াছে, কেবল তাহারাই সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইতে পারিয়াছে। ভর্তির সর্বনিম্ন স্কোর ১২০ পাইয়াও প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষার্থী সেইসব সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইতে পারে নাই। এখন তাহাদের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়িবার কথা। কিন্তু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ভর্তি ফি গড়ে ১৫ লক্ষ টাকা। ডেন্টাল কলেজে লাগে ৬ লক্ষ টাকা। ফলে এইসব কলেজে ভর্তি হইবার ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে অর্থাভাবে ভর্তি হইতে পারিতেছে না। সংকটের ইহাই মূল কারণ।

জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে ৬২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রহিয়াছে। ইহাতে আসন সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। আর ১৮টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন সংখ্যা প্রায় এক হাজার ২০০। এভাবে দেখা যাইতেছে, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যার তুলনায় সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ১২০ স্কোর লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছয় গুণেরও বেশি। তাই সংকট সম্পূর্ণই কৃত্রিম। তাহার পরও বাংলাদেশ বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন মেধাস্কোর ১০০ করিবার দাবি জানাইয়াছে। তবে পেশাগত সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বা বিএমএ ইহার বিরোধিতা করিতেছে। তাহাদের আশঙ্কা হইল, ইহাতে অমেধাবীরা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ করিবে যাহা মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার মানে অধঃপতন ঘটাইবে। উল্লেখ্য, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাইলে ১০০ এবং জিপিএ-৪ পাইলে ৮০ নম্বর এমনিতেই যোগ হয়। ইহার পর শিক্ষার্থীদের ১০০ মার্কের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। তাহার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় মেধা স্কোর। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত কমিটি এমবিবিএস ও বিডিএসে সর্বনিম্ন ১২০ স্কোর নির্ধারণ করিয়া দেয় যাহা অযৌক্তিক নহে। ইতোমধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে চার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হইয়াছে। ভাল কলেজগুলিতে তেমন কোন আসন খালি নাই। কিন্তু যেইগুলির খ্যাতি কম, সেই কলেজগুলিই কেবল সংকটে আছে।

আমরা বেসরকারি যে কোন উদ্যোগকে বরাবরই স্বাগত জানাইয়া আসিতেছি। এই খাতে শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাকে আমরা আশীর্বাদ হিসাবেই বিবেচনা করি। দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা সীমিত। তাই অনেকের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করিতেছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ। এইক্ষেত্রে এইসব প্রতিষ্ঠান যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করিতেছে। তুলনামূলক কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যদি তাহারা যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। কিন্তু আমাদের দেশে নামসর্বস্ব কিছু মেডিকেল কলেজের অস্তিত্ব আছে বলিয়াও অভিযোগ করা হয়। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, শিক্ষার নিম্নমান ও আরও নানা কারণে কলেজগুলির প্রাতিষ্ঠানিকতা লইয়া প্রশ্ন রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সেই কলেজগুলিতে কম মেধাবীদের ভর্তির পর উন্নতির বদলে চরম অবনতিও ঘটিতে পারে। যেইহেতু এই শিক্ষার প্রায়োগিক দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই তুলনামূলক কম মেধাবীরা হাতে-কলমে যথাযথ শিক্ষা লাভ ছাড়াই ডাক্তার হইয়া বাহির হইয়া আসিবে তাহা সমূহ বিপদের কারণ হইবে। অতএব, যেইসব বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পাইতেছে না বলিয়া হা-পিত্যেশ করিতেছেন তাহাদের আসলে দুইভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রথমত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফি সহনীয় পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হইবে। দ্বিতীয়ত লেখাপড়ার মানোন্নয়ন করিতে হইবে যাহাতে ঐসব কলেজের নাম শুনিবা মাত্র যে কেহ ভর্তি হইতে আগ্রহী হয়। বস্তুত মেডিকেল কলেজে ভর্তির বিষয়টি চাহিদা, সক্ষমতা ও উপযোগিতার উপরই নির্ভর করে।